আমীরে আহলে সুন্নাত এর কিতাব "ফয়যানে রমযান" এর একটি পর্ব

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৯২
WEEKLY BOOKLET:292

সম্মিলিত ইতিকাফের

৩৭টি মাদানী বাহার

শিকারী নিজেই শিকার হয়ে গেলো
ইসলাম পরিপন্থি মতাদর্শ থেকে তাওবা
পুরো বংশই মুসলমান হয়ে গেলো
এই ইতিকাফে কি হয়!

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

(এই বিষয়টি ফয়যানে সুন্নাতের ৪৬৯-৪৮৬ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে)

সম্মিলিত ইতিকাফের ১৭টি মাদানী বাহার

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ পাক** তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এই ব্যক্তি কপটতা ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদের সাথে রাখা হবে।" (মু'জামু আওসাত, ৫/২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭২৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

﴾১﴿ শিকারী নিজেই শিকার হয়ে গেলো

জেকব আবাদ, (সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাই যে ঘরে জন্ম নিয়েছে, তা অজ্ঞতার ঘোরে আবদ্ধ ছিলো। সাহাবায়ে কিরাম দেরকে **আল্লাহ**র পানাহ! খারাপ বলাটা সাওয়াবের কাজ মনে করা হতো। সেও এই ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে একেবারেই ফেঁসে গিয়েছিলো, তার তাওবার উপায় কিছুটা এরূপ ছিলো যে, আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (আত্তারাবাদ) **রমযানুল মোবারকে**র (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ ইংরেজী) শেষ দশদিনে

www.dawateislami.net

সম্মিলিত ইতিকাফের ব্যবস্থা করা হয়, তাদের এলাকার কিছু ছেলেও **ইতিকাফ** করছিলো, তাদেরকে উত্যক্ত করার জন্য সে মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় এসে গেলো, সেখানে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের আসর বসেছিলো, সে পাশের থাকে বসে গেলো, উদ্দেশ্য ছিলো সুযোগ পেলে দুষ্টামী শুরু করবে, ইতিমধ্যে এক আশিকে রাসূল স্বেচ্ছাসেবক অত্যন্ত ভালবাসাপূর্ণ মনমুগ্ধ ভঙ্গিতে তাকে আসরে বসার জন্য বললো, তার আন্তরিকতা ও নম্রতার কারণে সে অস্বীকার করতে পারলো না এবং আসরে বসে গেলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মুবাল্লিগের বয়ান আগ্রহ শুনতে লাগলো। মুবাল্লিগের বয়ানে আশ্চর্য রকমের আকর্ষন ছিলো, সে ধীরে ধীরে বয়ানের মাদানী ফূলের যাদুতে ধরা পড়তে লাগলো। আশিকানে রাসূল তাকে অবশিষ্ট দিনগুলোর **ইতিকাফের** দাওয়াত দিলো, সে রাজি হয়ে গেলো এবং **ইতিকাফের** ফয়েয অর্জনে লিপ্ত হয়ে গেলো। সে তো শিকার করতে গিয়েছিলো কিন্তু **"নিজেই নিজের জালে ধরা পড়লো"** এর নিরিখে নিজেই শিকার হয়ে গেলো। তার জন্য **ইতিকাফে** সবকিছুই নতুন ছিলো। **ইতিকাফের** সময় সে তার পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে জানলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে তাওবা করলো, কালেমায়ে তৈয়্যবা পাঠ করলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাধ্যমে আহলে সুন্নাতের নৌকায় আরোহণ করে মদীনার পানে রওয়ানা হয়ে গেলো। সে মুখে মাদানী নিদর্শন তথা দাঁড়ি মোবারক দ্বারা এবং মাথা সবুজ পাগড়ী শরীফ দ্বারা সজ্জিত করে নিলো। ৬৩ দিনের মাদানী তারবীয়্যাতি কোর্স করে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুযায়ী হালকা যিম্মাদারীতে অধিষ্ঠিত হলো এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه নিজেকে সংশোধনের পাশাপাশি অপরের

www.dawateislami.net

সংশোধনেরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। **আল্লাহ পাক** তাকে এবং আমাকে দ্বীনি পরিবেশে স্থায়িত্ব দান করুন আর ভ্রান্তপথের পথিকদের সঠিক ও সত্য পথ দেখান। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

খতম হোগী শারারত কি আদত চলো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
দুর হোগী গুনাহোঁ কি শা'মত চলো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

﴾২﴿ আমি কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম

শুজাবাদ তেহসীল, জিলা মুলতান এর (বর্তমানে বাবুল মদীনা করাচী) এক ইসলামী পিতামাতার সাথে مَعَاذَ الله প্রচন্ড বেয়াদবী করতো, ক্রিকেট ও বিলিয়ার্ড খেলায় দিন নষ্ট করতাম এবং রাতে ভিডিও সেন্টারের শোভা বাড়াতাম। **রমযানুল মোবারক** মাসে পিতামাতার সাথে সে অনেক ঝগড়া করলো, এমনকি ঘরে ভাংচুর শুরু করে দিয়েছিলো! নিজের গুনাহে ভরা জীবনের উপর নিজেই বিরক্ত ছিলো, প্রচন্ড রাগের কারণে مَعَاذَ الله কয়েকবার আত্মহত্যারও চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه ব্যর্থ হয়েছিলো। **আল্লাহ পাকের** দয়ায় তার **রমযানুল মোবারকের** শেষ দশদিন **ইতিকাফ** করার শখ হলো, নিজের বাড়ির পাশের মসজিদেই **ইতিকাফ** করার ইচ্ছা ছিলো কিন্তু এক ইসলামী ভাই এর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেলো, তার ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় অনুষ্ঠিত **সম্মিলিত ইতিকাফে** আশিকানে রাসূলের সাথে **ইতিকাফে** বসে গেলো।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **সম্মিলিত ইতিকাফের** বরকতের কথা কি বলবো! ক্লিন-শেভ এবং পেন্ট শার্টে অভ্যস্থ ছিলো, কিন্তু তারবিয়্যতি হালকা, সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং আশিকানে রাসূলের সহচর্য মাদানী রঙ্গে রাঙ্গিয়ে দিলো যে, সাথে সাথে দাঁড়ি লম্বা করতে শুরু করে দিলো, পাগড়ী শরীফের মুকুট মাথায় সাজিয়ে নিলো এবং চাঁদ রাতে খুব কান্নাকাটি করে গুনাহ থেকে তাওবা করে বাড়ি ফিরার পরিবর্তে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের তিন দিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফরে রওয়ানা হয়ে গেলো। সে বললো: **আল্লাহ**র শপথ! এটাই আমার জীবনের সর্বপ্রথম ঈদ, যা খুব ভালোভাবেই কেটেছে। বাড়ি ফিরে আম্মাজানের কদমে লুটিয়ে পরলো এবং এমনভাবে কান্নাকাটি করলো যে, হেঁচকি শুরু হয়ে গেলো এবং বেহুঁশ হয়ে গেলো। প্রায় আধঘন্টা পর যখন জ্ঞান ফিরে আসলো তখন পরিবারের সবাই চারিদিকে ঘিরে আছে এবং আশ্চর্য হয়ে তারা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলো যে, এর কি হয়ে গেলো? اَلْحَمْدُ لِلّٰه ঘরে অনেক সুন্দর ব্যবস্থা হয়ে গেলো। তাকে সাংগঠনিকভাবে এলাকা মুশাওয়ারাতের নিগরান বানানো হয় এবং আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় ৬৩ দিনের তরবিয়্যাতি কোর্স করার সৌভাগ্য অর্জন হয়। অতএব ১২৬ দিনের **"ইমামত কোর্স"**ও শুরু করলো। **আল্লাহ পাক** তাকে এবং আমাদের সবাইকে স্থায়িত্ব দান করুন।

বিগড়ে আখলাক সারে সুনওয়ার জায়েঙ্গে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
ব্যস মযা কিয়া মযেকো মযে আয়েঙ্গে, মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪০-৬৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

﴾৩﴿ আমি ঈদ ছাড়া কখনো নামাযই পড়িনি!

মিয়ানুয়ালী কলোনী, মাঙ্গোপীর রোড, বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়া পূর্বে অনেক "গার্লফ্রেন্ড" (বান্ধবী) ছিলো, নিকৃষ্ট মনের অবস্থা এমন ছিলো যে, প্রতিদিন খারাপ সিনেমা দেখতো, আশ্চার্যের বিষয় যে, সে **জীবনে ঈদ ব্যতীত কখনো নামাযই পড়েনি** এবং সে মোটেই জানতো না যে, নামায কিভাবে পড়তে হয়!!! তার ভাগ্যকাশের তারকা চমকে উঠলো এবং তার আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মার্কায ফয়যানে মদীনায় **রমযানুল মোবারকে**র শেষ দশ দিনের **সম্মিলিত ইতিকাফ** করার সৌভাগ্য হলো, ফয়যানে মদীনার দ্বীনি পরিবেশের কথা কি বলবো! তার চোখ খুলে গেলো, অলসতার পর্দা উঠে গেলো এবং নেক কাজের প্রেরণা অর্জিত হলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে নামায শিখে নিলো এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে গেলো। সে দু'টি মসজিদে **ফয়যানে সুন্নাতে**র দরস দিতে শুরু করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইসলামী ভাইয়েরা তাকে একটি মসজিদের যেলী মুশাওয়ারাত নিগরান (যিম্মাদার) বানিয়ে দিলো এবং তার উপর আরো দয়া হয়েছিলে যে, স্বপ্নযোগে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার নসীব হয়ে গেলো।

জিসে চাহা জালওয়া দিখা দিয়া, উছে জামে ইশক পিলা দিয়া,
জিসে চাহা নেক বানা দিয়া, ইয়ে মেরে হাবীব কি বাত হে।
জিসে চাহা আপনা বানা লিয়া, জিসে চাহা দরপে বুলা লিয়া,
ইয়ে বড়ে করম কে হে ফায়সালে, ইয়ে বড়ে নসিব কি বাত হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

﴾৪﴿ ইতিকাফের বরকতে পুরো বংশই মুসলমান হয়ে গেলো

কালিয়ান (মহারাষ্ট্র হিন্দ) এর মেমন মসজিদে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পক্ষ থেকে (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ সাল) **রমযানুল মোবারকে** অনুষ্ঠিত **সম্মিলিত ইতিকাফে** একজন নওমুসলিমের (যিনি কয়েকদিন পূর্বে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক মুবাল্লিগের মাধ্যমে মুসলমান হয়েছিলো) **ইতিকাফ** করার সৌভাগ্য হয়েছিলো। সুন্নাতে ভরা বয়ান, ক্যাসেট ইজতিমা এবং সুন্নাতে ভরা হালকা সমূহ তাকে মাদানী রঙ্গে রঙ্গিন করে দিলো, **ইতিকাফে**র বরকতে দ্বীনের তবলীগের মত মহান কাজের প্রেরণা তার মাঝে এসে গেলো, যেহেতু তার পরিবারের বাকী সদস্যরা তখনো কুফরীর অন্ধকারে ছিল, তাই **ইতিকাফ** শেষেই সে তার পরিবারের সদস্যদেরকে (হিদায়াতের জন্য) প্রচেষ্টা শুরু করে দিলো, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগদেরকে ঘরে নিয়ে তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **মা-বাবা, দুই বোন ও এক ভাইসহ পুরো পরিবার মুসলমান হয়ে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মুরীদ হয়ে গেলো।**

ওয়ালওয়ালা দী কি তবলীগ কা পাওগে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
ফযলে রব সে যামানে পে ছা যাওগে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

﴾৫﴿ আমি পুরোপুরি দুনিয়াদার ছিলাম

সক্কর শহর (সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাইয়ের দুনিয়াবী সম্পদ অর্জনের চিন্তাই ভর করে ছিলো, আমল থেকে অনেক দূরে গুনাহের

www.dawateislami.net

অন্ধকার উপত্যকায় ডুবে ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه কিছু আশিকে রাসূলের শুভদৃষ্টি তার উপর পড়ে গেলো, তারা **রমযানুল মোবারকে** বারবার তার নিকট আসতো এবং তাকে **সম্মিলিত ইতিকাফে**র দাওয়াত দিতো কিন্তু সে তালবাহানা করতো। مَاشَآءَالله সেই আশিকানে রাসূলরা খুবই নাছোড় বান্দা ছিলেন, যেনো নিরাশ হতে জানতই না, তারা এই ইসলামী ভাইকে সেই অবস্থায় ছেড়ে দেয়াকে পছন্ত করলো না এবং তারা বিভিন্নভাবে নেকীর দাওয়াত দিয়ে নিজেদের সাওয়াব অর্জন করতে লাগলো! তাদের অনবরত একক প্রচেষ্টা অবশেষে সফল হলো এবং সেই পরিপূর্ণ দুনিয়াদারের অন্তরও গলে গেলো এবং সে **রমযানুল মোবারকে**র শেষ দশদিন (সম্ভবত ১৪১০ হিজরী, ১৯৯০ সাল) তাদের সাথে **ইতিকাফ**কারী হয়ে গেলো। **ইতিকাফে** এসে তার মনে হলো যে, নবী প্রেমিকদের জগতই ভিন্ন! আশিকানে রাসূলের সহচর্য তাকে মাদানী রঙ্গে রঙ্গিন করে দিলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে নামাযী হয়ে গেলো, দাঁড়ি রেখে নিলো এবং পাগড়ী শরীফ মাথায় সাজিয়ে নিলো। সেখানে তার এই মাসয়ালাটি শিখার সৌভাগ্য অর্জন হলো যে, কিবলামূখী হয়ে বা পিঠ দিয়ে প্রসাব পায়খানার করা **হারাম**। দূর্ভাগ্যক্রমে **ইতিকাফে**র মসজিদে প্রস্রাবখানার দিক ভুল ছিলো। সে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য সাথে সাথেই কারিগর ডেকে নিজ পকেট থেকে খরচ দিয়ে প্রস্রাবখানার দিক ঠিক করে দিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **ইতিকাফে**র পর থেকে এখনো পর্যন্ত তার অনেকবার আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফরের সৌভাগ্য নসীব হয়েছে।

www.dawateislami.net

হুব্বে দুনিয়া সে দিল পাক হো যায়েগা, মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ।
জামে ইশকে মুহাম্মদ ভী হাত আয়েগা, মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

﴾৬﴿ আমাকেও আপনার মত গড়ে নিন

রাওয়ালপিন্ডি (পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাই যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলো, তখন তার মহল্লার বিলাল মসজিদে **রমযানুল মোবারকে**র (১৪২১ হিজরী, ২০০০ সাল) শেষ দশদিনের **ইতিকাফ** করলো। সেখানে ১৪, ১৫ জন **ইতিকাফ**কারী ছিলো, সম্ভবত ২৮ **রমযানুল মোবারক** যোহরের নামাযের পর তার বাল্যকালের এক সহপাঠি (যে বেচারা সরলতার কারণে তার দুষ্টমির কেন্দ্রে পরিণত হতো) আসলো, তার মাথায় সবুজ পাগড়ী সজ্জিত ছিলো, সালাম দোয়ার পর সে **ইতিকাফ**কারীদেরকে একক প্রচেষ্টা করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো: দয়া করে আপনাদের মধ্যে কেউ **ঈদের নামাযে**র পদ্ধতিটা শুনিয়ে দিন। সকলে একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো! এতে সে বললো: আচ্ছা ঠিক আছে, জানাযার নামাযের নিয়মটা বলে দিন। এটাও তাদের মধ্যে কেউ বলতে পারলোনা। অতঃপর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ তাদেরকে নামাযের অনুশীলন (Practical) করালো। এতে তাদের অনেক ভুল প্রকাশ পেলো। এরপর অত্যন্ত সুন্দর ও মার্জিতভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ তাদেরকে ঈদের নামায ও জানাযার নামাযের পদ্ধতি শিখলো। এতে তারা খুবই খুশি হলো। সেই ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্য হলো: **"সত্য বলতে ইতিকাফে আমাদের এটাই অর্জন ছিলো যে, দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের**

www.dawateislami.net

বরকতে বিভিন্ন নামাযের গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা শিখতে পেরেছি।” ঈদের নামাযে তারা মসজিদের ছাদে জায়গা পেলো, যখন ইমাম সাহেব ২য় তাকবীর বললেন তখন এই ইসলামী ভাই ছাড়া প্রায় সকলেই রুকুতে চলে গেলো! অথচ তা রুকুর তাকবীর ছিলো না বরং এতে হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে ঝুলিয়ে দিতে হয়। যাক, নয়তো সেও সাধারণের সাথে রুকুতে চলে যেতো, কিন্তু **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগরা **ইতিকাফে** ঈদের নামাযের পদ্ধতি শিখিয়েছিলো। এতে তার হৃদয়ে দাগ কাটলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র গুরুত্ব তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেলো। সে **দা'ওয়াতে ইসলামী** ঐ মুবাল্লিগের সাথে ঈদের দিন সাক্ষাতে আরয করলো: **আমাকেও আপনার মত গড়ে নিন।** এতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ তাকে খুবই উৎসাহিত করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগের একক প্রচেষ্টার বরকেতে সে অবশেষে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে এসে গেলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের সাংগঠনিক নিয়মানুসারে শিক্ষা বিষয়ক মজলিশের এলাকা যিম্মাদারও হয়েছিলো।

হাঁ জানাযা ও ঈদ ইসকো সিখেঁ মযিদ, আয়ে মসজিদ চলেঁ কিজিয়ে ইতিকাফ।
খুব নেকী কি জযবা মিলেগা জনাব! আ'প হিম্মত করেঁ কিজিয়ে ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

﴾৭﴿ আমার চোখে পানি এসে গেলো!

জিন্নাহ বাদ (করাচী) এর এক ইসলামী ভাই **রমযানুল মোবারকে**র (সম্ভবত ১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ সাল) শেষ দশদিন আশিকানে রাসূলের

www.dawateislami.net

দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় **সম্মিলিত ইতিকাফে**র বরকত অর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করে এবং গুনাহ তাওবা করে, সে সুন্নাত অনুযায়ী খাবারও পর্যন্ত খেতে জানতো না, **ইতিকাফে** অন্যান্য সুন্নাত ছাড়াও খাবারের সুন্নাত সমূহও শিখানো হয়েছে। বিশেষকরে একজন মুবাল্লিগকে সাদাসিদে ভাবে সুন্নাত অনুযায়ী খাবার খেতে দেখে **তার চোখে অজান্তেই পানি এসে গেলো!** এবং সেও সুন্নাত অনুযায়ী খাবার খাওয়ার অভ্যাস াবনিয়ে নিলো, এভাবে সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।

সুন্নাতে খানা খানে কি তুম জান লো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
মান লো বা'ত আব তু মেরী মান লো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

﴿৮﴾ আশিকানে রাসূলের মায়া মমতা সম্মান রাখলো

ইন্দোর শহর (মধ্য প্রদেশ, হিন্দ) এর এক ফ্যাশনেবল যুবক ভবঘুরে ও মর্ডান বন্ধুদের সহচর্যে থেকে গুনাহে ভরা জীবন যাপন করছিলো। **রমযানুল মোবারকে**র (১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ সাল) শেষ দশদিন আশিকানে রাসূলের সাথে **সম্মিলিত ইতিকাফে** অংশগ্রহণ করলো। **আশিকানে রাসূলের মায়া মমতা সম্মান রাখলো**, গুনাহ থেকে তাওবা করার সৌভাগ্য হলো, মুখে দাঁড়ি ঝলমল করছিলো ও মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফ চমকাতে লাগলো, সুন্নাতের খেদমত করার প্রেরণা সৃষ্টি হলো, এমনকি মুবাল্লিগ হয়ে গেলো। এটি লিখার সময় এলাকা মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসেবে সুন্নাতের বরকত লাভ করছি এবং অপরকে বিলিয়ে যাচ্ছি।

www.dawateislami.net

লেনে খয়রাত তুম রহমাতোঁ কী চলো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
লুটনে বরকতোঁ সুন্নাতোঁ কী চলো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

﴾৯﴿ ইসলাম পরিপন্থি মতাদর্শ পোষনকারীদের তাওবা

সক্কর (সিন্ধু প্রদেশ) এর নিকটস্থ শহর (জ্যাকোবাবাদ) আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বার্তা তো পৌঁছে গিয়ে ছিলো, কিন্তু তখনো মাদানী কাজ সেখানে খুবই কম ছিলো। **রমযানুল মোবারকে** (১৪১০ হিজরী, ১৯৯০ সাল) জ্যাকোবাবাদে অনেক ইনফিরাদী কৌশিশ করে সক্করের যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়েরা সেখানকার ইসলামী ভাইদেরকে **সম্মিলিত ইতিকাফে**র জন্য সক্কর আসার জন্য দাওয়াত দিলো, যার বরকতে আত্তারাবাদের অনেক ইসলামী ভাইয়েরা **মুনাওয়ারা মসজিদ, ষ্টেশন রোড, সক্করে ইতিকাফে**র সৌভাগ্য অর্জন করলো। ইতিপূর্বে আত্তারাবাদে কোন ইসলামী ভাই **ফয়যানে সুন্নাতের** দরস প্রদানকারী ছিলোনা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই **সম্মিলিত ইতিকাফে** আশিকানে রাসূলের সহচর্যের বরকতে ১৭ জন ইসলামী ভাই মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগ হয়েছে, মুখমন্ডলকে দাঁড়ি দ্বারা ও মাথাকে সবুজ পাগড়ী দ্বারা সজ্জিত করেছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের যিম্মাদার হয়েছে। এমন কয়েকজনও এসে গিয়েছিলো যে, যারা অমুসলিমদের কিছু ইসলাম পরিপন্থি মতাদর্শকে সঠিক মনে করতো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه তারা তাদের কুফরী মতাদর্শ থেকে তাওবা করলো, কালেমা শরীফ পড়ে মুসলমান হলো এবং বাকী জীবন আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে অতিবাহিত

www.dawateislami.net

করার নিয়্যত করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সেই সময় ঐ শহরের ইসলামী ভাইয়েরা যেহেতু **রমযানুল মোবারকে** (১৪১০ হিজরী) **সম্মিলিত ইতিকাফের** বরকত দ্বারা ধন্য হয়েছিলো তারা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে তাওবাকারীরা এখন উত্তম মুবাল্লিগ হয়ে গেলো, এমনকি বড় বড় ইজতিমায়ও সুন্নাতে ভরা বয়ান করে থাকে এবং বিভিন্ন বিভাগীয় মজলিসের গুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদার হয়ে নিজের ও সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে ও তাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে স্থায়িত্ব দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

পেয়ারে ইসলামী ভাই চলে আও তুম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
খালি দামান মুরাদোঁ সে ভর যাও তুম, মাদানী মাহোল মে করলো ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

﴾১০﴿ এখন তো গর্দান কেটে যাবে কিন্তু...

৬ নং কৌরঙ্গী (করাচী) এর একজন ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করে তার বেনামাযী ও ক্লিন শেভকারী ২৬ বছরের ছোট ভাইকে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় **রমযানুল মোবারকে**র (১৪২১ হিজরী, ২০০০ সাল) শেষ দশদিনের **সম্মিলিত ইতিকাফে** বসিয়ে দিলো। বেনামাযী ও সুন্নাত থেকে বহু দূরে থাকা তার ভাইয়ের **ইতিকাফে** আশিকানে রাসূলের বরকতময় সহচর্যের বরকতে মাদানী রঙ ছড়িয়ে পরলো যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী হয়ে গেলো এবং দাঁড়ি মোবারক সাজিয়ে নিলো, তার এমনও মাদানী মানসিকতা তৈরী হয়ে

www.dawateislami.net

গেছে যে, এখন প্রয়োজনে গর্দান কাটিয়ে দেবে তবুও দাঁড়ি কাটবেনা।

মিঠে আক্বা কি উলফত কা জযবা মিলে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
দাঁড়ি রাখনে কি সুন্নাত কা জযবা মিলে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

﴾১১﴿ মৃগী রোগ ভাল হয়ে গেলো

মুম্বাইয়ের একটি এলাকা কুরলায় (হিন্দ) আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পক্ষ থেকে **রমযানুল মোবারকে** (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ সাল) অনুষ্ঠিত **সম্মিলিত ইতিকাফে** এমন এক ইসলামী ভাইও **ইতিকাফ** করলো, যার দু'দিন পরপর মৃগী তথা খিচুনী উঠতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **ইতিকাফ** চলাকালে তার একবারও মৃগী রোগ উঠেনি বরং اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ পর্যন্ত তার মৃগী তথা খিচুনী রোগ উঠেনি।

اِنْ شَآءَ الله হার কাম হোগা ভালা, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
দুর হোগী বাফজলে খোদা হার বালা, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪১, ৬৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আশিকানের রাসূলের সাথে **ইতিকাফ** করার বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বিপদাপদ দূর হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মৃগী রোগও ভাল হয়ে গেলো, তার মসজিদে আর মৃগী রোগ উঠেনি, নিঃসন্দেহে তার উপর **আল্লাহ পাকের** বিশেষ দয়া হয়ে গেলো। তবে আমাদের এই মাসয়ালা জেনে রাখতে হবে যে, মৃগী রোগী ও যে সমস্ত

www.dawateislami.net

রোগী রোগের কারণে লাফালাফি করে, চিৎকার চেঁচামেচি করে বা এমন রোগী যারা বেহুশ অবস্থায় প্রস্রাব ইত্যাদি বের হয়ে যায়, তাছাড়া ঐরূপ লোকেরা, যাদের কারণে মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি হয়, কষ্ট হয় তাদের **ইতিকাফ** করা তো দুরের কথা এমতাবস্থায় জামাআত সহকারে নামাযের জন্যও মসজিদের ভেতর আসা জায়িয নাই।

﴾১২﴿ আমি ক্লিন শেভকারী ছিলাম

নাছিরাবাদ (সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাই ক্লিন শেভড ছিলো, জীবনের দিনগুলো অলসতায় অতিবাহিত হচ্ছিলো, ইসলামী ভাইদের উৎসাহ ও অতিশয় ইনফিরাদী কৌশিশ করার ফলে সে **রমযানুল মোবারকে** (১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ সাল) আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে আশিকানে রাসূলের সাথে **সম্মিলিত ইতিকাফে** বসার সৌভাগ্য অর্জন করে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **ইতিকাফ** তার অন্তরে দাগ কাটলো, পূর্ববর্তী গুনাহের কারণে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে অনেক কান্নাকাটি করলো এবং আগামীতে সর্বদা গুনাহ থেকে বাঁচার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে নিলো, পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে নিলো, দাড়ি মোবারক রেখে নিজের মুখমন্ডলে মাদানী রঙ ছড়িয়ে দিলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাংগঠনিক ডিভিশন নাছিরাবাদের একটি তাহছীল মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে।

সিখনে কো মিলেঁ গি তুমহে সুন্নাঁতেঁ, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
লুট লো আ' কর আল্লাহ কি রহমঁতেঁ, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

﴾১৩﴿ আমার গুনগুনিয়ে সিনেমার গান গাওয়ার অভ্যাস ছিলো

ডার্গ রোড (করাচী) এর প্রায় ২৫ বছরের এক ইসলামী ভাই আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় আশিকানে রাসূলের সাথে **রমযানুল মোবারকে**র শেষ দশদিন **ইতিকাফ** করার সৌভাগ্য অর্জন করে। তার **ইতিকাফে**র অনেক বরকত অর্জিত হয়েছে, মুলকথা পথ চলতে চলতে খারাপ ছেলেদের ন্যায় সিনেমার গান করার যে অভ্যাস ছিলো তা চলে গেলো এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه এর স্থলে এখন নাত শরীফ গুনগুনানোর অভ্যাস হয়ে গেছে। তাছাড়া মুখের কুফলে মদীনা লাগানোর (অর্থাৎ খারাপ তো খারাপই বরং অযথা কথা বলা থেকেও বাঁচার) প্রেরণা পেলো এবং এমনই মানসিকতা হয়ে গেছে যে, যখনই মুখ থেকে কোন অনর্থক কথা বের হয়ে যায়, সাথে সাথে কাফ্ফারা হিসেবে মুখ থেকে দরূদ শরীফ বের হয়ে যায়।

গীত গা'নে কি আ'দাত নিকাল যায়েগী, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
বে জা বক বক কি খাছলত ভী টল জায়েগী, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

﴾১৪﴿ মডার্ন যুবক উন্নতি করতে করতে ...

মুম্বাইয়ে (বাইগলা, হিন্দ) আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পক্ষ থেকে **রমযানুল মোবারকে**র (১৪১৯ হিজরী, ১৯৯৮ সাল) শেষ দশদিনে অনুষ্ঠিত **সম্মিলিত ইতিকাফে** এক আধুনিক

www.dawateislami.net

যুবক (যে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার ছিলো) অংশ গ্রহণ করেছিলো। ১০দিন আশিকানে রাসূলের সাথে থেকে যথেষ্ট ফয়েয অর্জন করে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসার নিদর্শন দাঁড়ি মোবারকের নূর মুখে ছেয়ে গেলো, মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজলো, **ইতিকাফের** বরকতে তাকে সুন্নাতের মহান মুবাল্লিগ বানিয়ে দিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে দ্বীনের খেদমতে উন্নতি করতে করতে এটা লিখা পর্যন্ত ভারতের মক্কী কাবিনার সদস্য হিসেবে সুন্নাতের বাহার ছড়াতে সচেষ্ট আছে।

সা'রি ফ্যাশন কি মাসতি উতার জায়েগী, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
জিন্দেগী সুন্নাতোঁ সে নিখর যায়েগী, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

﴾১৫﴿ আমি নেশা কিভাবে ছাড়লাম!

হায়দারাবাদ, (সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাই বেনামাযী ও নেশাগ্রস্থ ছিলো, তার পরিবার এর কারণে উৎকণ্ঠিত ছিলো। সৌভাগ্য ক্রমে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** তিনদিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় (সাহারায়ে মদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতান) (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ সাল) অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে গেলো, সেখানেই **ইতিকাফের** নিয়্যত করলো এবং সময় হতেই বাবুল মদীনা করাচী পৌঁছেই আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় **রমযানুল মোবারকের** (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ সাল) শেষ ১০দিন **ইতিকাফে** অংশ গ্রহণ করলাম। ৩ দিনের ইজতিমায় (মুলতান শরীফে) যদিওবা আখিরাতের সফলতা সম্পর্কে যথেষ্ট মাদানী মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছিলো,

www.dawateislami.net

কিন্তু **সম্মিলিত ইতিকাফে**র কথা কি বলবো! তার তো মনের পৃথিবীটাই বদলে গেলো, সে গুনাহ থেকে পাক্কা তাওবা করলো, দাঁড়ি মোবারক বাড়ানো শুরু করে দিলো, সাথে সাথে সবুজ পাগড়ী শরীফও সাজিয়ে নিলো। **ইতিকাফে**র পর যখন হায়দারাবাদ পৌঁছলো, তখন দাঁড়ি ও পাগড়ী শরীফ পরিহিত অবস্থায় দেখে পরিবারের সদস্যরা ও প্রতিবেশীরা হতবাক হয়ে গেলো! اَلْحَمْدُ لِلّٰه তার নেশার অভ্যাসও একেবারে চলে গেলো। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করা শুরু করে দিলো, **আল্লাহ পাকের** দয়ায় তার মেয়ে জামেয়াতুল মদীনায় শরীয়ত কোর্সে অংশ গ্রহণ করলো আর দু'জন মাদানী মুন্না (ছেলে) মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় কুরআনে পাক হিফ্‌য করা শুরু করলো।

গর মদীনে কা গম চশমে নাম চাহিয়ে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
মাদানী আক্বা কি নযরে করম চাহিয়ে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

﴾১৬﴿ এই ইতিকাফে কি হয়?

ডেয়রা **আল্লাহ** ইয়ায় (বেলুচিস্থান) এর এক ইসলামী ভাই গুনাহে ভরা জীবনে ডুবে জীবনের দিনগুলো অতিবাহিত করছিলো। **আল্লাহ পাকের** কোটি কোটি দয়া যে, তার শহরে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ শুরু হলো আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পক্ষ থেকে প্রথম বারের মতো শবে বরাতে (১৪১৬ হিজরী, ১৯৯৫ সাল) সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়, اَلْحَمْدُ لِلّٰه সেও সেখানে অংশগ্রহণ করে। ইজতিমায় আশিকানে রাসূলের দাঁড়ি ও পাগড়ী শোভিত

www.dawateislami.net

নূরানী চেহারা ও তাদের ভালবাসাপূর্ণ সাক্ষাৎ তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতি প্রবাভিত তো করলো কিন্তু সে দুরে দুরে ছিলো। সাপ্তাহিক ইজতিমায়ও কখনো অংশ গ্রহণ করেনি, এমনকি রমযান মোবারকের (১৪১৬ হিজরী, ১৯৯৫ সাল) ২৭ তারিখ রাত এসে গেলো, সে ইজতিমার মসজিদে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত দোয়ায় অংশ গ্রহণ করলো, শেষ পর্যায় ইসলামী ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ হলো এবং কেউ জানালো এখানে কিছু ইসলামী ভাই **ইতিকাফ** করছে। তার নিকট এই শব্দটি ছিলো নতুন, তাই সে জানার জন্য বললো: **এই ইতিকাফ কি?** ইসলামী ভাইয়েরা অত্যন্ত ভালোবাসার সহিত **ইতিকাফ** সম্পর্কে বর্ণনা করে **ইতিকাফে**র কিছু মাদানী বাহার বর্ণনা করলো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে অনুষ্ঠিত **ইতিকাফে**র অবস্থা শুনে সে মনে মনে দৃঢ় ইচ্ছা করলো যে اِنْ شَآءَ الله আগামী বছর অবশ্যই **ইতিকাফ** করবো। সুতরাং দিন অতিবাহিত হতে লাগলো এবং যখন রমযান মোবারক (১৪১৭ হিজরী, ১৯৯৬ সাল) আবারো আগমন করলো তখন শেষ ১০দিন আশিকানে রাসূলের সাথে সেও **ইতিকাফ**কারী হয়ে গেলো। ১০দিন লাগাতার আশিকানে রাসূলের সাহচর্য থেকে সে অনেক কিছু শিখতে পারলো।

না পুছ হাম কাহা পৌঁছে অওর ইন আখো নে কিয়া দেখা,
যাহা পৌঁছে ওয়াহা পৌঁছে যো দেখা দিল কে আন্দার হে।

ইতিকাফে কেউ দরসে নিজামী (আলিম কোর্স) করার প্রেরণা দিলো, তা তার বুঝে এসে গেলো, সুতরাং বাবুল মদীনা করাচী এসে জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে গেলো, এমনকি দা'ওরায়ে হাদীস শেষে (১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ সাল) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী

www.dawateislami.net

মারকায ফয়যানে মদীনায় (বাবুল মদীনা) তাকে দস্তারে ফযীলত প্রদান করা হলো এবং তার **দা'ওয়াতে ইসলামী**রই একটি জামেয়াতুল মদীনা হাদারাবাদে শিক্ষকতার খেদমত করার সৌভাগ্যও নসীব হয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! এক এমন ছেলে, যে গতকাল পর্যন্ত জানতো না যে, **ইতিকাফ** কি! সে আজ আশিকানে রাসূলের সাথে **ইতিকাফ** করার বরকতে দরসে নিজামী দ্বারা ধন্য হয়ে শিক্ষক হিসেবে অধিষ্ট হয়ে অন্যদেরকে ইলমে দ্বীনের ফয়যান দ্বারা সৌভাগ্য প্রদানকারী হয়ে গেলো।

সুন্নাতেঁ সিখলো রহমতে লুট লো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
ইলম হাসিল কারো বারকাতেঁ লুট লো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

﴾১৭﴿ সে চুরিও করতো

করাচীর এক ইসলামী ভাই **দাও'য়াতে ইসলামী**র সুবাশিত দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে **আল্লাহ**র পানাহ! নামাযে অলসতা, ভিডিও গেমসের প্রতি আসক্তি, টিভিতে নিয়মিত অশালিন প্রোগ্রাম দেখা, মিথ্যার অভ্যাস, এমনকি চুরিও করতো। সৌভাগ্যক্রমে **রমযানুল মোবারকে**র (১৪২১ হিজরী, ২০০০ সাল) শেষ দশদিন আমেনা জামে মসজিদে (শাকিল গ্রাউন্ড, উখায়ী কমপ্লেক্স, বাবুল মদীনা করাচী) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসূলের সাথে তার **সম্মিলিত ইতিকাফ** করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো। সে আমিনা মসজিদের ২য় তলায় **দা'ওয়াতে**

www.dawateislami.net

ইসলামী কর্তৃক পরিচালিত মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতে থাকে এবং তার প্রচেষ্টায় তার ঘরেও মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেলো, সে ঘরে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট সমূহ চালাতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه কুরআনুল করীম হিফয করে নেয়ার পর জামেয়াতুল মদীনায় দরসে নিজামী করা শুরু করে দেয় এবং মাদরাসাতুল মদীনায় শিক্ষকতাও করে আর নিজ যেলী মুশাওয়ারাত নিগরানের অধীনে থেকে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে সাড়া জাগানো চেষ্টা করছি।

তুম গুনাহোঁ সে আপনে জু বেজার হো, মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ।
তুম পে ফযলে খোদা, লুতফে সরকার হো, মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী ﷺ
ইরশাদ করেন:

مَنِ اعْتَكَفَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ
مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে এবং সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে ইতিকাফ করলো, তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(জামেয়ে সগীর, ৫১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৪৮০)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
Email:- bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net,
Web: www.dawateislami.net